বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

২০২২-২০২৩ অর্থবছর

উপজেলা পরিষদ

কিশোরগঞ্জ,নীলফামারী।

বাণী

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদের স্থানীয় জনগণের চাহিদা অনুসারে সেবা সরবরাহে কার্যকরী ভূমিকা রাখার সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। উপজেলা পরিষদের রয়েছে স্থানীয় সমস্যার সাথে পরিচিত জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পেশাগত কর্মকাণ্ডে পারদর্শী জাতি গঠনমূলক সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি ও পেশাজীবীদের সম্মিলিত প্রয়াসে জনগণের আকাংখার সাথে তাল মিলিয়ে স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক সেবা সরবরাহ করার পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ।উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ একটি জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে মাইলফলক হতে পারে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, শতাব্দীর মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করে সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার জনপ্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ পুনরায় কার্যকর করেছেন। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উপজেলা পরিষদ এগিয়ে চলছে।এ ধরনের পরিকল্পনা উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুষম উন্নয়ন চাহিদা পূরণ নিশ্চিতকরতে ভূমিকা রাখতে পারে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা উপজেলা পর্যায়ে চাহিদা মাফিক সেবা সরবরাহের বড় বাধা।এ ছাড়াও উপজেলা পরিষদে সম্পদ প্রবাহের নানাবিধ প্রক্রিয়া দৃশ্যমান উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে। এ প্রেক্ষাপটে উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল, সরকারের অনুদান এবং বিভিন্ন বিভাগের সম্পদসমূহ একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় আনা গেলে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানসহ দৃশ্যমান উন্নয়নও সহজ হবে।এ বিষয়টি উপলব্ধি করে এবং উপজেলা পরিষদ আইনের নির্দেশনা অনুসরণ করে উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট এর সাহায্যে কিশোরগঞ্জ উপজেলার ১ বছর মেয়াদি একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

14.07.22

শাহ্ মোঃ আবুল কালাম বারী
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী

বাণী

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদের স্থানীয় জনগণের চাহিদা অনুসারে সেবা সরবরাহে কার্যকরী ভূমিকা রাখার সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। উপজেলা পরিষদের রয়েছে স্থানীয় সমস্যার সাথে পরিচিত জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পেশাগত কর্মকাণ্ডে পারদর্শী জাতি গঠনমূলক সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি ও পেশাজীবীদের সম্মিলিত প্রয়াসে জনগণের আকাংখার সাথে তাল মিলিয়ে স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক সেবা সরবরাহ করার পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ।উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ একটি জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে মাইলফলক হতে পারে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, শতাব্দীর মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করে সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার জনপ্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ পুনরায় কার্যকর করেছেন। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উপজেলা পরিষদ এগিয়ে চলছে।এ ধরনের পরিকল্পনা উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুষম উন্নয়ন চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখতে পারে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা উপজেলা পর্যায়ে চাহিদা মাফিক সেবা সরবরাহের বড় বাধা।এ ছাড়াও উপজেলা পরিষদে সম্পদ প্রবাহের নানাবিধ প্রক্রিয়া দৃশ্যমান উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে। এ প্রেক্ষাপটে উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল, সরকারের অনুদান এবং বিভিন্ন বিভাগের সম্পদসমূহ একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় আনা গেলে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানসহ দৃশ্যমান উন্নয়নও সহজ হবে।এ বিষয়টি উপলব্ধি করে এবং উপজেলা পরিষদ আইনের নির্দেশনা অনুসরণ করে উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট এর সাহায্যে কিশোরগঞ্জ উপজেলার ১ বছর মেয়াদি একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

28/09/22

নূর-ই-আলম সিদ্দিকী
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
মুখ্য নির্বাহী অফিসার
উপজেলা পরিষদ
কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (উপজেলা পরিষদ আইন ২০০৯ ও সংশোধনী ২০১১) এর ধারা ৪২ এ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০ ধারা ১৩ তে বলা হয়েছে যে,বাজেটে উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ বা খাতসমুহ পঞ্চ বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নিরিখে করতে হবে এবং পরিকল্পনা বইয়ে অন্তর্ভুক্ত নাই এমন নতুন প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ রাখা যাবে না। আইনগত কাঠামোতে আরো সুপারিশকরা হয়েছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে রেখে বার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প, খাতভিত্তিক অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের আলোকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অর্জন করা সম্ভব এমন টার্গেটবার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত থাকবে। এতে কর্মসূচির ইপ্সিত ফলাফল ও বাস্তবায়ন কৌশল ও উল্লেখ থাকবে।

প্রাথমিকভাবে উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। কিশোরগঞ্জ উপজেলার জন্য পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২৪ প্রনয়নে উপজেলা পরিষদ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহন বিষয়ক উপজেলা কমিটি, পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটির সহায়তায় খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করেছে।প্রকল্প নির্বাচনের জন্য প্রকল্প নির্বাচন কমিটি (পিএসসি) দায়িত্ব পালন করেছে। বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়ন মার্চ'২০২১ হতে শুরু হয়ে বিভিন্ন ধাপ ও প্রক্রিয়া অনুসরন করেসেপ্টেম্বর'২০২২ এ খসড়া উপজেলা পরিষদে অনুমোদিত হয়।

কিশোরগঞ্জ উপজেলার বার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত আছে যেমনঃ উপজেলার পরিচিতি ও মানচিত্র, আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত, বাজেটের সারসংক্ষেপ, পরিস্থিতি বিশ্লেষন, রূপকল্প ও বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভীষ্ট । এছাড়াও অন্তর্ভুক্ত আছে প্রকল্প সারসংক্ষেপ ও পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা। উপজেলার মানচিত্র, আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত একনজরে উপজেলা সম্পর্কে ধারনা প্রদান করেএবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচকে উপজেলার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলাসমূহ তাদের রূপকল্প, ২০২২-২৩ অর্থবছরে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতের লক্ষ্য এবং পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করেছে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদ, এনবিডি এবং ইউনিয়ন সমূহের সমন্বয়ের অংশ হিসেবে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে উন্নয়ন বরাদ্দকে চিহ্নিত করা হয়েছে।উপজেলাতে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত সকল সম্পদ বিবেচনা করার মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ উপজেলায় বাস্তবায়িত সকল উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং পরিপূরকতা বজায় রাখার পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে কোন দ্বৈততা থাকলে তা পরিহার করতে পারবে।এভাবে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনাতে উন্নয়ন তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারে যা পরবর্তীতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলাফল এবং প্রভাব নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২৪ এর রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্যকে সামনে রেখে। বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিশোরগঞ্জ উপজেলা পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে চারটি (০৪) খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছে।বার্ষিক পরিকল্পনার প্রতিটি লক্ষ্যের জন্য প্রত্যাশিত ফলাফলনির্ধারণ করা হয়েছে।উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তনই ফলাফল। একটি ফলাফল সাধারনত ফলাফল বিবরনী দ্বারা পরিমাপযোগ্য সূচকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। রূপকল্প, পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, ফলাফল এবং পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ তার ২০২২-২৩ অর্থবছরের অগ্রাধিকারসমূহ ঠিক করেছে এবং প্রকল্প সারসংক্ষেপ তৈরী করেছে।।প্রকল্প সার সংক্ষেপ প্রকল্পের অবস্থান, বিবরণ, প্রত্যাশিত উপকারভোগী, ও ব্যয় সম্পর্কে ধারনা দেয় যার ফলে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবায়নের সম্ভাবনা, ও বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। পরিশেষে বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষন ও পর্যালোচনা, বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলার করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে।

১. উপজেলা পরিচিতি :

নামকরণঃ-

বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায় বৃটিশ শাসন আমলে এ এলাকার জনৈক জমিদার জনাব কিশোরী মোহন লাল এর নাম আনুসারে এ উপজেলার নামকরণ করা হয়েছে কিশোরগঞ্জ। ১৯৮২ সালের ১৫ডিসেম্বর আপগ্রেড থানায় উন্নীত হয় এবং ঐ বছরেই উপজেলায় উন্নীত হয়।

ভৌগলিক অবস্থাঃ-

পশ্চিমে নীলফামারী জেলা এবং নীলফামারী সদর উপজেলা, উত্তরে জলঢাকা উপজেলা, দক্ষিণে রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলা এবং পূর্ব পার্শ্বে রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলা অবস্থিত।

২. কিশোরগঞ্জ উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত :

বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বিষয়ক এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতি বছর বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদকে যাচাই করে দেখতে হবে যে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পরে তথ্য-উপাত্তের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না এবং হলে তা হালনাগাদ করতে হবে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়নে তথ্য ও উপাত্তের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো উপজেলা পরিষদ, উপজেলার বিভিন্ন বিভাগ ও ইউনিয়ন, আদমশুমারি ২০১১, জেলা পরিসংখ্যান ২০১১। উপজেলার বিভিন্ন বিভাগের তথ্য তাদের সংশিষ্ট উপজেলা অফিস থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। কারণ উপজেলা পরিষদে বিভাগসমূহের নবায়নকৃত তথ্য উপাত্ত থাকে না। এমনকি বিভাগসমূহেও অনেক সময় তথ্য উপাত্ত নবায়ন করা হয় না তাই আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের সময় এই পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখতে হবেএবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের সর্বশেষ তথ্যইসংগ্রহ করতে হবে। এসডিজির বিভিন্ন সূচকে কিশোরগঞ্জের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য বার্ষিক পরিকল্পনা এ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নিম্নের সারনীতে উপজেলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত প্রদান করা হয়েছে।

ছক১: কিশোরগঞ্জউপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত

১	আয়তন	২০৪.৯২বর্গ কি. মি.
২	জনসংখ্যা	২,৬১০৬৯জন (পুরুষ- ১,৩০৯৩২জন, মহিলা- ১,৩০,১৩৮ জন)
৩	খানা সংখ্যা	৬৫৭৯৮টি
৪	নির্বাচনী এলাকা	১৫, নীলফামারী-৪, ১৪, নীলফামারী-৩
৫	ইউনিয়নের সংখ্যা	০৯টি
৬	মৌজার সংখ্যা	৫০টি
৭	হাট-বাজারের সংখ্যা	২৪টি
৮	ডাক ঘরের সংখ্যা	০১টি
৯	সাব-পোষ্টের সংখ্যা	১৪টি
১০	হাসপাতালের সংখ্যা	০১টি
১১	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র	০২টি
১২	ক্লিনিক	৩৩টি
১৩	নদ-নদী	০২ (চড়ালকাটা ও ধাইজান)

১৪	ব্যাংক শাখা	০৮টি
১৫	শিক্ষিতের হার	৫৩%
১৬	পোষ্ট কোড নং	৫৩২০
১৮	টেলিফোন কোড	০৫৫২৫
১৯	প্রধান পেশা	কৃষি
২০	ভোটার সংখ্যা	১,৫৬,৭৮৮জন
২১	যোগাযোগ ব্যবস্থা	পাঁকা রাস্তা নীলফামারী সদও উপজেলা থেকে ২৩ কি. মি. পূবদিকে ও রংপুর শহর থেকে ৩২ কি. মি. উত্তরদিকে।
২২	খাদ্যগুদাম	০১টি
২৩	গেষ্ট হাউস	ডাকবাংলো
২৪	বড় সেতু	কালুর ঘাট সেতু
২৫	ডিগ্রী কলেজ	০১টি
২৬	প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৯টি
২৭	ইন্টারমেডিয়েট কলেজ	০৫টি
২৮	বি এ কলেজ	০৫টি
২৯	স্কুল এ্যান্ড কলেজ	০৬টি
৩০	মাদ্রাসা	৩০টি
৩১	কওমী মাদ্রাসা	০৪টি
৩২	কিন্ডার গার্টেন	১৬টি
৩৩	ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট	০৯টি
৩৪	প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৯টি
৩৫	মসজিদের সংখ্যা	৪৫০টি
৩৬	মন্দিরের সংখ্যা	১৪৫টি
৩৭	আবাদী জমির পরিমান	৩৯০৪৪.০০ একর
৩৮	এক ফসলী	১৬৬৩ একর
৩৯	দো-ফসলী	২৭৭৮১ একর
৪০	তিন ফসলী	৯৬০০ একর
৪১	প্রধান ফসল	ধান, আলু, আদা, ভুট্টা ইত্যাদি
৪২	সেচ সুবিধা জমির পরিমাণ	১৩৪৫০ হেক্টর
৪৩	গভীর নলকূপের সংখ্যা	১৩টি
৪৪	অগভীর নলকূপের সংখ্যা	৬,৬২৫টি
৪৫	শিল্প সংক্রান্ত	স্থানীয়ভাবে চাঁদখানা মৌজায় ও পুটিমারী ইউনিয়নের একাট মৌজায় বাঁশের

		চাটাই ও ডালি, কুলা তৈরী, কিশোরগঞ্জ উপজেলার কেশবা মৌজায় কয়েকটি ডোম পরিবার বাঁশ দ্বারা ডালি কুলা তৈরী ও কিশোরগঞ্জ ইউনিয়নের ছিটরাজীব মৌজার দুন্দিপাড়া নামক এলাকায় কিছুসংখ্যক লোক মোতা দ্বারা পাটি (মাদুর বা সপ) তৈরী করে করে।

উল্লেখযোগ্য স্থান: ১) উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স পশ্চিম দিকে .০৫কি. মি. দূরে পুটিমারী মৌজায় ভীমের মায়ের চুলা নামক ঐতিহাসিক স্থান আছে।বর্তমানে কোন স্থাপনা নেই। উক্ত স্থানেস্ স্থাপনা নির্মান করে ঐতিহাসিকস্ থানটি সংরক্ষন করা যেতে পারে ২) মাগুড়া ইউনিয়নের সিংগেরগাড়ী নামক গ্রামে পীর কামেল হযরত মাওলানা জহুর সাহবের জন্মস্থান। সেখানে তার মাজার আছে।প্রতি বছরতার মৃত্যুবার্ষিকীতে অজস্র ভক্তবৃন্দের আগমন ঘটে। এলাকাটি উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

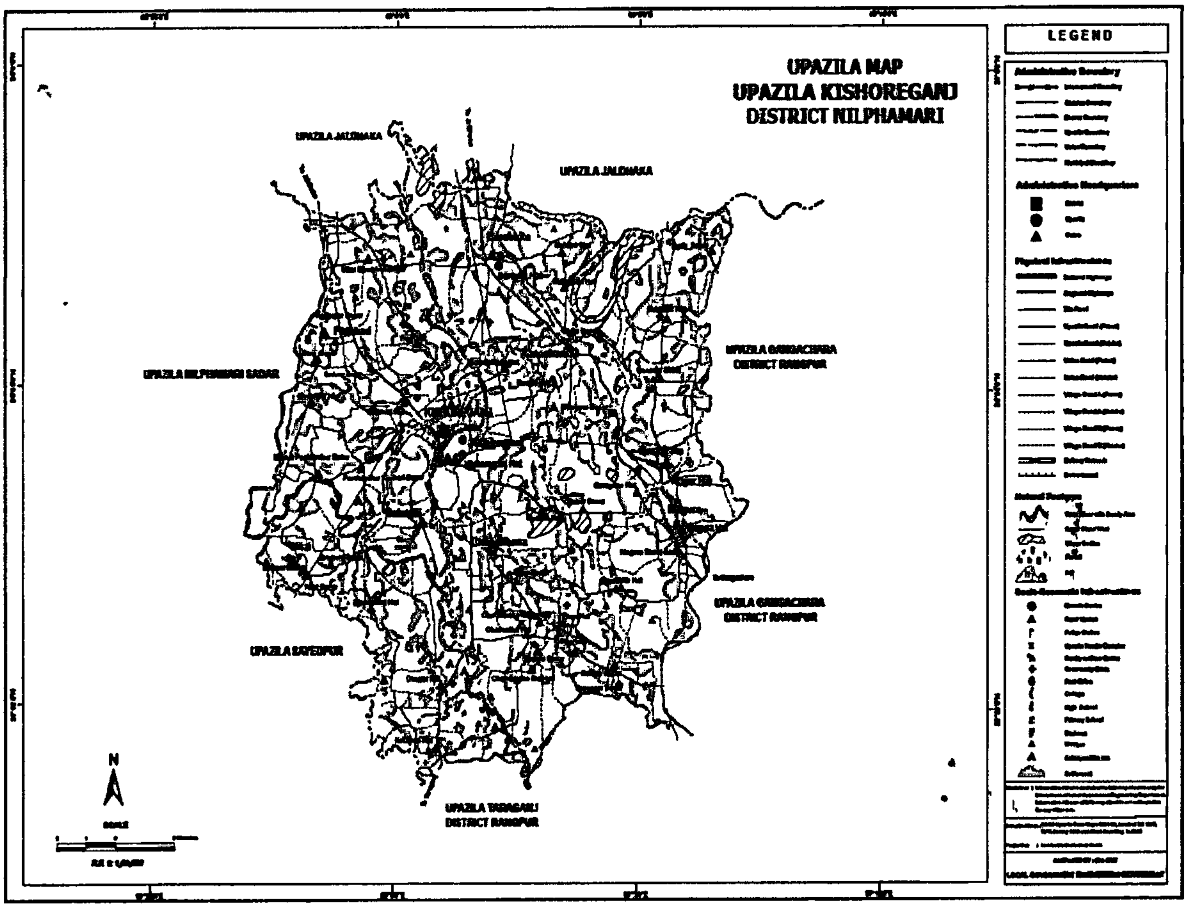

চিত্র :কিশোরগঞ্জ উপজেলার মানচিত্র

৩. পরিস্থিতি বিশ্লেষণ :

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ হচ্ছে উপজেলার 'বাস্তব অবস্থার একটি চিত্রায়ন'। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষন ও সন্নিবেশন এমনভাবে করতে হবে যাতে সম্ভাব্য সকল সম্পদ ব্যবহার করে কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা সহায়তা করে। । পরিস্থিতি বলতে উপজেলায় বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণগুলোর সম্মিলিত বিশ্লেষণকে বোঝায়।তথ্য ও উপাত্ত বিশদভাবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপজেলার মুখ্য উন্নয়ন সম্ভাব্যনা, সুযোগ, সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি প্রধান উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলির শনাক্তকরণও জরুরী। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলোও গুরুত্বপূর্ণ (যেমন, আগের বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে লব্ধ শিক্ষা)। কোন্ লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এবং কোন্ লক্ষ্য অর্জন করা যায়নি এবং কেন- সেটা জানতে হবে। কোন্ উন্নয়ন উদ্যোগ কাজ করেছে এবং কোন্ উদ্যোগ কাজ করেনি? কোন্ পন্থা গতিশীল করা প্রয়োজন বা কোন পন্থা বাতিল করা প্রয়োজন? মোদ্দা কথা হলো, বর্তমান করা পরিকল্পনার জন্য অতীতের উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে উপজেলা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে প্রতিটি খাতের জনকেন্দ্রিক সমস্যা চিহ্নিত করে তার অবস্থান, পরিমান, কারণ, সমস্যা সমাধানে চলমান কার্যাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং চলমান কার্যাবলিশেষে ১ বছর পর আর কতটুকু সমস্যা থাকবে তা চিহ্নিত করে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণে সুপারিশ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ তার সক্ষমতা অনুযায়ী সুপারিশ থেকে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও টিজিপি পরিস্থিতি বিশ্লেষণে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করেছে।খাত ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণের জন্য উপজেলার প্রত্যেকটি বিভাগ থেকে কিশোরগঞ্জ উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একটা লক্ষনীয় বিষয় হলো সকল বিভাগ থেকে তাদের সমস্যা চিহ্নিত করেনি, কারণ সকল বিভাগ উপজেলার কাজে সমান ভূমিকা রাখে না,তাই সকল বিভাগের সমস্যা চিহ্নিতকরণ সমানভাবে প্রতিফলিত হয় না।

কিশোরগঞ্জ উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে আর্থ-সামাজিক সূচকে তাদের অবস্থানের কারণ অনুসন্ধানকরেছে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে স্বাস্থ্য খাতে উপজেলার সরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহেরঅবকাঠামো ও উপকরণের অপ্রতুলতার কারণে কারনে আগত রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সম্ভবপর হচ্ছে না। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীর সুবিধা অপ্রতুল। জনস্বাস্থ্য খাতে উপজেলার ২০০০ এর মত দরিদ্র পরিবার নিরাপদ স্যানিটেশন ও খাবার পানি ব্যবহারের আওতায় নেই। শিক্ষা খাতে বিশেষত মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম। অপ্রতুল অবকাঠামো, শিক্ষা গ্রহণে উন্নত পরিবেশ ও উপকরনের সংকট তার অন্যতম প্রধান কারণ। একই সাথে দরিদ্র ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ, বাল্যবিয়ে ও বিদ্যালয়ে ছাত্রীবান্ধব স্যানিটেশনের অনুপস্থিতির কারনে বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের উপস্থিতির হার আশানুরূপ নয়।জাতীয় সরকার স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে যোগাযোগ খাতে বড় সড়ক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রদান করে এবং উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মাণ কষ্টকর বিধায় উপজেলা পরিষদ ছোট ছোট সংযোগকারি সড়ক, গাইড ওয়াল, কালর্ভাট ও ড্রেন নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য খাতের তথ্য পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছে।

বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে, সম্পদ চিহ্নিতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ, উপজেলা পরিষদ তার সরাসরি নিয়ন্ত্রনাধীন উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার করে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রকল্প ঐ আর্থিক বছরে বাস্তবায়ন করবে। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন তহবিল ঐ উপজেলার উন্নয়নে ব্যয়িত সমুদয় সম্পদের মাত্র ৫-১০% । এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে সম্পাদন করা যেতে পারে। বার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রনে থাকা উন্নয়ন তহবিলের উৎস হচ্ছে নিম্নোক্ত

১) উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)
২) বিশেষ অনুদান
৩) স্থানীয়ভাবে অর্জিত সম্পদ

৪. বাজেট :

সম্পদের চিত্রায়ন উপজেলা পরিষদের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি চর্চা। কেননা উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন তহবিল ঐ উপজেলার উন্নয়নে ব্যয়িত সমুদয় সম্পদের মাত্র -১০% ।এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে সম্পাদন করা যেতে পারে। এতে এক বছরের উন্নয়ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হবে যেগুলোর অর্থ যোগান উপজেলার নিম্নোক্ত উৎস থেকে আসার কথা: ১) উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ২) বিশেষ অনুদান ৩) স্থানীয়ভাবে অর্জিত সম্পদ ৪) জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ, যা মন্ত্রণালয়/ বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয় ও মন্ত্রণালয় এবং/অথবা হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় ৫) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ) ৬) সংসদ সদস্য ৭) এনজিও এবং ৮) বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

এইউৎসগুলোর ভেতর হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের তথ্য প্রাপ্তি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেস্থানান্তরিত বিভাগসমূহ নিজনিজ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও আঞ্চলিক অফিসগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে উপজেলাতে কোন্ ধরনের উন্নয়ন কাজ হচ্ছে এবং কোন উন্নয়ন কার্যক্রম নেয়া হবে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং এগুলোর বাৎসরিক প্রাক্কলন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সারা বছর ব্যাপী সংরক্ষণ রাখা উচিত। উপজেলার ভেতর চলমান বা গৃহীতব্য অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো কি কি- তা না বুঝে উপজেলা পরিষদ একটি সমন্বিত বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবে না বা অন্যদিকে উপজেলার উন্নয়নে তার সীমিত সম্পদসমূহের দক্ষ ব্যবহারও নিশ্চিত করতে পারবে না। নিম্নোক্ত কিশোরগঞ্জ উপজেলার ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাজেট উপস্থাপন করা হল;

অংশ ২ - উন্নয়ন হিসাব
প্রাপ্তি

প্রাপ্তির বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০২১-২০২২)	চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩)	পরবর্তী বছরের বাজেট (২০২৩-২০২৪)
১	২	৩	৪
১। অনুদান (উন্নয়ন) ক. সরকার খ. অন্যান্য উৎস(যদি থাকে, নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে বাসাবাড়ী মেরামত বাবদ প্রাপ্ত	ক.৯০,৭৬,০০০/- খ.---- (বিশেষ বরাদ্দ বাবদ)	ক. ৯২.৭২.০০০/- খ.৫,০০,০০০/- (বিশেষ বরাদ্দ বাবদ)	ক.১,২০,০০,০০০/- খ. ১০,০০,০০০/- (বিশেষ বরাদ্দ বাবদ)
২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা	--	--	--
৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত	৩৫,০০,০০০/-	১৫,০০,০০০/-	২০,০০,০০০/-
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব)	১,২৫,৭৬,০০০/-	১,১২,৭২,০০০/-	১,৫০,০০,০০০/-

অংশ ২ - উন্নয়ন হিসাব

ব্যয়

প্রাপ্তির বিবরণ	ব্যয় পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০২১-২০২২)	চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩)	পরবর্তী বছরের বাজেট (২০২৩-২০২৪)
১	২	৩	৪
১। যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (রাস্তাঘাট, কালভার্ট ইত্যাদি) ২৫%	৩৫,৩২,৪১৩/-	৩১,৫০,০০০/-	৩৭,২৮,০০০/-
২। কৃষি ও সেচ ১৫%	১৮,৮০,২৫৬/-	১৭,০৪,৪০০/-	২২,০৪,৪০০/-
৩। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা- ৫%	৮,৪৫,৮০০/-	৫,৩৪,৮০০/-	৭,৩৪,৮০০/-
৪। মাধ্যমিক শিক্ষা ৫%	৬,২৬,৭৫২/-	৪,৩৪,৮০০/-	৭,৮২,৮০০/-
৫। স্বাস্থ্য ও পঃপঃ ৭%	৮,৭৭,৪৫৩/-	৫,২৮,৭২০/-/-	১০,৩০,৭২০/-/-
৬। সমাজকল্যাণ (মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক কল্যাণসহ) ৫%	৬,২৬,৭৫২/-	৬,৩৪,৮০০/-	৭,৩৪,৮০০/-
৭। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ৫%	৬,২৬,৭৫২/-	৫,৩৪,৮০০/-	৭,৩৪,৮০০/-
৮। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন ৩%	৩,৭৮,০৫১/-	৪,৪০,৮৮০/-	৫,৪০,৮৮০/-
৯। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ৫%	৮,৪৫,৮০০/-	৭,৩৪,৮০০/-	৭,৩৪,৮০০/-
১০। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ৫%	৬,২৬,৭৫২/-	৫,৩৪,৮০০/-	৭,৩৪,৮০০/-
১১। জনস্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন ১৫%	১২,৫৩,৫০৪/-	১৫,০৪,৪০০/-	২২,০৪,৪০০/-
১২। ত্রাণ ও বিবিধ ৫%	৬,২৬,৭৫২/-	৫,৩৪,৮০০/-	৮,৩৪,৮০০/-
১৩। বাসাবাড়ি মেরামত বাবদ ব্যয়	---	---	---
১৪।সমাপ্তির জের	---	---	---
মোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব)	১,২৫,৩৫,০৪৪/-	১,১২,৭২,০০০/-	১,৫০,০০,০০০/-

অংশ-১-রাজস্ব হিসাব

ব্যয়

ব্যয়			
ব্যয়ের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০২১-২২)	চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩)	পরবর্তী বছরের বাজেট (২০২৩-২০২৪)
১	২	৩	৪
১। সাধারণ সংস্থাপন/প্রতিষ্ঠানিক ক. সম্মানী/ভাতা	১১,৬৫০০০/-	১৬,০০,০০০/-	১৬,০০,০০০/-
খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা ১) পরিষদ কর্মচারী	১০,০৫০৩৮/-	১০,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-
২)দায়মুক্ত ব্যয়(সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত)	-	-	-
			২,২৫,০০০/-
গ. অন্যান্য প্রতিষ্ঠানিক ব্যয় (অফিস সরঞ্জাম ক্রয়)-	২,০০,০০০/-	২,২৫,০০০/-	--
ঘ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর	২,৩১,০০০/-	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/-
ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানি (ক) মেরামত-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-
(খ) জ্বালানী-	--	--	--
২। কর আদায়ের জন্য ব্যয়	১,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-
৩। অন্যান্য ব্যয় (আসবাবপত্র সংগ্রহ/মেরামত ও অফিস সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত) ক. টেলিফোন	৪১০০/-	৫,০০০/-	৫,০০০/-
খ. বিদ্যুৎ বিল (বকেয়া বিদ্যুৎ বিলসহ)	৩,৬০,০০০/-	৩০০,০০০/-	৪০০,০০০/-
গ. পানির বিল (পানির পাম্প মেরামত)	১০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-
ঘ. ভূমি উন্নয়ন কর	৪০,০০০/-	৪০,০০০/-	৪০,০০০/-
ঙ. মামলা খরচ	১০০,০০০/-	১০০,০০০/-	১০০,০০০/-
চ. আপ্যায়ন ব্যয়	২,৪০,০০০/-	২,৪০,০০০/-	২,৪০,০০০/-
ছ. রক্ষণা-বেক্ষন ও সার্ভিসের জন্য ব্যয় (উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ/সংস্কার, বাসা-বাড়ী সংস্কার, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ/সংস্কার, ঘাটলা নির্মাণ, গ্যারেজ নির্মাণ)	৭০০,০০০/- (রক্ষণাবেক্ষনের জন্য)	৮০০,০০০/- (রক্ষণাবেক্ষনের জন্য)	৮,০০,০০০/- (রক্ষণাবেক্ষনের জন্য)
জ. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর ও বিল (হোল্ডিং ট্যাক্স)-			
ঝ. আনুষংগিক ব্যয়	৩০,০০০/-	৩০,০০০	৩০,০০০/-
৪। কর আদায় খরচ(বিভিন্ন রেজিস্টার ,ফরম,রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ)	৪৮,০০০/-	৪৮,০০০/-	৪৮,০০০/-
৫। বৃক্ষ রোপণ ও রক্ষণা-বেক্ষন (চা-বাগান ও আম বাগান)	৩০,০০০/-	৩০,০০০/-	৩০,০০০/-
৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদানঃ	—	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-
ক. উপজেলা এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক অনুদান			
৭। জাতীয় দিবস উদযাপন	৫,০০,০০০/-	৫০০,০০০/-	৫০০,০০০/-
৮। খেলাধুলা ও সংস্কৃতি		১০০,০০০/-	১,০০,০০০/-
৯। জরুরী ত্রাণ (অপ্রত্যাশিত)	—		
১০। উপজেলা ডিজিটাল সেন্টারের জন্য যন্ত্রপাতি ও মালামাল ক্রয়-	১,০০,০০০/-	১৫০,০০০/-	১৫০,০০০/-
১১। আইসিটি বিষয়ক উন্নয়ন মেলা আয়োজনের ব্যয় নির্বাহ বাবদ-	৩০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-
১২। গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান-	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-
	১,০০,০০০/-	১,২০,০০০/-	১,২০,০০০/-
	১,০০,০০০/-	১,২০,০০০/-	১,২০,০০০/-
	৪,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/-
মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব)	৬০,৮০,৪২৮/-	৭২,৮০,০০০/	৭৬,৮০,০০০/-
১০। রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসেবে স্থানান্তর	৩৫,০০,০০০/-	১৫,০০,০০০/-	২০,০০,০০০/-
সর্বমোট রাজস্ব ব্যয়	৯৮,৮০,৪২৮/-	৯০,৮০,০০০/-	৯৬,৮০,০০০/-

ফরম-খ

(বিধি ৩ ও আইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য)

কিশোরগঞ্জ উপজেলা পরিষদের বাজেট

রাজস্ব হিসাব

প্রাপ্ত আয়

প্রাপ্তির বিবরণ	আয়		
	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০২১-২০২২)	চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট(২০২২-২০২৩)	পরবর্তী বছরের বাজেট (২০২৩-২০২৪)
১	২	৩	৪
১। হাট-বাজার হতে ৪১% হিসাবে প্রাপ্ত	২৪,৩৬,০০০/-	৮,৪৬,৬২৫/-	১৫,০০,০০০/-
২। বাসাভাড়া হতে প্রাপ্ত	৬০০,০০০/-	১১,০০০০০/-	১১,৫০,০০০/-
৩। সরকার হতে প্রাপ্ত			
ক) কর্মচারীদের বেতন ভাতা	১২,০০,০০০/-	১২,৫০,০০০/-	১২,৫০,০০০/-
খ) যানবাহনের (ক) জ্বালানী -	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-
(খ) মেরামত-	২,৩১,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-
৪। বিবিধ আয় বাবদ	৩,৩০,০০০/-	৩,৫০,০০০/-	৩,৫০,০০০/-
৫। ভূমি উন্নয়ন কর হতে ২% বাবদ প্রাপ্ত	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-
৬। ভূমি হস্তান্তর করের ১% বাবদ-	৬৬,২২,৪২৮/-	৩৬,৬০৬২৫/-	৪৬,২৮,০০০/-
৭। দোকান ভাড়া হতে প্রাপ্ত	২,৫০,০০০/-	২,৭৫,০০০/-	২,৮০,০০০/-
মোট প্রাপ্ত (রাজস্ব)	৯৮,৮০,৪২৮/-	৯০,৮০,০০০/-	৯৬,০৮০,০০০/-

ফরম ক
(বিধি-৩দ্রষ্টব্য)
বাজেটসার-সংক্ষেপ

বিবরণ		পূর্ববর্তীবছরেরপ্রকৃত (২০২১-২০২২)	চলতি বছরের বাজেট চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট(২০২২-২০২৩)	পরবর্তী বছরের বাজেট (২০২৩-২০২৪)
অংশ-১	রাজস্বহিসাব প্রাপ্তি রাজস্ব অনুদান	৭৮,৬৪,১৬৪/- ----	১,০০,০০০০০/- -----	১,২৯,৭২,৭৫০/- -----
	মোটপ্রাপ্তি	৭৮,৬৪,১৬৪/-	১,০০,০০০০০/-	১,২৯,৭২,৭৫০/-
	বাদরাজস্বব্যয়	৩৫,১২,৫৩২/-	৭৮,৮০,১৬২/-	৯০,১০,২৫০/-
	রাজস্বউদ্বৃত্ত/ঘাটতি(ক)	উদ্বৃত্ত- ৪৩,৫১,৬৩২/-	উদ্বৃত্ত- ২১,১৯,৮৩৮/--	উদ্বৃত্ত৩৯,৬২,৫০০/-
অংশ-২	উন্নয়নহিসাব উন্নয়নঅনুদান	১০,৭৬,০০০/- ---- (বিশেষবরাদ্দ)	৯২,৭২,০০০/- ৫,০০,০০০/-- (বিশেষবরাদ্দ)	১,২০,০০০০০/- ১০,০০,০০০/-- (বিশেষবরাদ্দ)
	অন্যান্যঅনুদানওচাঁদা (পূর্ববর্তীবছরেররাজস্বউদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত- ৪৩,৫১,৬৩২/-	উদ্বৃত্ত- ২১,১৯,৮৩৮/-	উদ্বৃত্ত-৩৯,৬২,৫০০/
	মোট (খ)	১,৩৪,২৭,৬৩২/-	১,১৮,৯১,৮৩৮/-	১,৬৯,৬২,৫০০/-
	মোটপ্রাপ্তসম্পদ (ক+খ)	১,৭৭,৭৯,২৬৪/--	১,৪০,১১,৬৭৬/-	২,০৯২,৫০০০/-
	বাদউন্নয়নব্যয়	৪৩,৫১,৬৩২/-	২১,১৯,৮৩৮/-	৩৯,৬২,৫০০/
	সার্বিকবাজেটউদ্বৃত্ত/ঘাটতি	উদ্বৃত্ত- ৪৩,৫১,৬৩২/-	উদ্বৃত্ত- ২১,১৯,৮৩৮/-	উদ্বৃত্ত-৩৯,৬২,৫০০/
	যোগপ্রারম্ভিকজের (১জুলাই)	---	---	---
	সমাপ্তিজের	উদ্বৃত্ত- ৪৩,৫১,৬৩২/-	উদ্বৃত্ত- ২১,১৯,৮৩৮/-	উদ্বৃত্ত-৩৯,৬২,৫০০/

৫. বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম :

উন্নয়নের ফলাফলকে সর্বাধিক করতে এবং উপজেলা স্তরে সীমিত সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদ উপজেলাস্থ ইউনিয়ন ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সাথে উত্তম সমন্বয় ও সহযোগিতা এমনভাবে নিশ্চিত করবে যেন বিভিন্ন প্রকল্প/পরিকল্পনার মধ্যে পরিপূরকতা ও সাযুজ্য (Sznergy) তৈরি করা যায়। উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে উপজেলার ভেতর চলমান বা গৃহীতব্য অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো কি- তা না বুঝে উপজেলা পরিষদ একটি সমন্বিত বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবে না বা অন্যদিকে উপজেলার উন্নয়নে তার সীমিত সম্পদসমূহের দক্ষ ব্যবহারও নিশ্চিত করতে পারবে না।

প্রতি বছর উপজেলা পরিষদ তার বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালেবিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম হালনাগাদ করবে এতে করে উপজেলা পরিষদ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করতে পারে এবং প্রধান প্রধান উন্নয়ন খাতগুলোতে চাহিদা ও সম্পদের মধ্যে যদি পার্থক্য থেকে থাকে তাও সনাক্ত করতে পারবে। এভাবে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন্ কোন্ খাতে বরাদ্দ প্রাধান্য পাবে সেটা নির্ধারণ করতে পারবে।

কিশোরগঞ্জ উপজেলা তার বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়নকালে উপজেলায় ভৌগলিক সীমানার মধ্যে বিভিন্ন উৎস হতে পরিচালিত সম্ভাব্য সকল উন্নয়ন কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে যেখানে বিগত বছরের বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দের কথা উল্লেখ করেছে।কিশোরগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন উৎস হতে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে শিক্ষা খাতে উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষা খাতে জাতীয় সরকারের পদক্ষেপ বেশি। অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক বেশি বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। একইভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সড়ক নির্মাণ ও সংস্কারে জাতীয় সরকারের অনেক বরাদ্দ প্রদান করে।

৬. রূপকল্প :

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। উপজেলার প্রেক্ষিতে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের দ্বারা স্থিরকৃত কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র।এটা জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করা উপজেলার ভবিষ্যত চিত্র এবং উপজেলা কি করতে চায় এবং কোথায় যেতে চায়। সে কারণে এটা উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে এবং উপজেলার ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়তা করে। এই প্রেক্ষাপটে, একটি গুরুত্ব প্রশ্ন হচ্ছে, "আপনি ভবিষ্যতে আপনার উপজেলাকে কিভাবে দেখতে চান?"।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২৪ প্রণয়নে উপজেলা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত রূপকল্প নির্ধারণ করেছে যেখানে ৬ টি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপকরেছে, যা কিনা এই উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়নকালে উপজেলা পরিষদ ৫ টি খাতকে প্রাধান্য দিয়েছে।

" কিশোরগঞ্জ উপজেলায় মানসম্মত শিক্ষা, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, জলাবদ্ধতা নিরসন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন "

৭. বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ :

কিশোরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ভিত্তিতে তার লক্ষ্য ও অভিষ্ঠ নির্ধারণ করেছে যাতে উক্ত বছরে চিহ্নিত উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা সমূহ মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে উপজেলার রূপকল্প এবং পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার খাতের লক্ষ্যসমূহ, বার্ষিক উন্নয়নের নির্দিষ্ট লক্ষ্য (Goal), উদ্দেশ্য (Objective) এবং অভিষ্ট (Target) নির্ধারণে নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছে। বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট অনুসারে উপজেলা পরিষদ তার ২০২২-২৩ অর্থবছরের অগ্রাধিকার প্রকল্প/ স্কিম নির্ধারণ করেছে।

উপজেলা পরিষদ ২০২২-২৩ অর্থবছরে উপজেলার বিভিন্ন খাতের পরিস্থিতি ও আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষণকরে ৫ টি খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছে এবং তা সবচাইতে আগে প্রাধান্য পাবে বলে মনে করে। এক্ষেত্রে শিক্ষা খাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। এজন্য উপজেলা পরিষদ তার আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় রেখে বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আসবাপত্র প্রদান, বিশেষতঃ ফ্যান ও বেঞ্চ প্রদান, সীমানা প্রাচীর নির্মাণে গুরুত্বারোপ করেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকল্পে ছাত্রীদের মাঝে উপকরণ প্রদান ও বিদ্যালয়ে ছাত্রীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়া স্বাস্থ্য খাতে উপজেলা হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন স্থাপন করা হবে ও কমিনিটি ক্লিনিকে প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ করে হবে। এছাড়া উপজেলার বেকার সমস্যা সমাধানে বিশেষ করে নারীদের বিভিন ট্রেডে ট্রেনিং ও সেলাই মেশিন দিয়ে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার পদক্ষেপ নিয়েছে। উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মাণ কষ্টকর বিধায় বড় সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে গাইড ওয়াল ও জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন ও কার্লভাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । এছাড়া বছর শেষে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদ উপজেলার জনগণের যাতায়তের সুবিধার্থে বিভিন্ন পরিষেবাগুলোকে সংযোগকারী ছোট ছোট সড়কনির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৮. প্রকল্প সারসংক্ষেপ :

পরিস্থিতি বিশ্লেষণেরউপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদ তাঁদের রূপকল্প, বার্ষিক লক্ষ্য এবং পরিমাপযোগ্য সূচকের সাথে প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করেছে। প্রকল্প সার সংক্ষেপ এক নজরে আগামী বছরের বাস্তবায়নযোগ্য ও অগ্রাধিকারমূলক সকল প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে।প্রকল্প সার সংক্ষেপ প্রকল্পের অবস্থান, বিবরণ, প্রত্যাশিত উপকারভোগী, ও ব্যয় সম্পর্কে ধারনা দেয় যার ফলে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবায়নের সম্ভাবনা ও বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়। কিশোরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়নে খাত ও অর্থায়নের উৎস ভিত্তিক প্রকল্প সার সংক্ষেপ তৈরী করেছে যেখানে প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন খাতের প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২২-২৩ অর্থবছর (জুলাই/২০২২-জুন/২০২৩)
কিশোরগঞ্জ,নীলফামারী।

ক্রমিক নং	পরিকল্পিত উন্নয়ন খাত	পরিকল্পিত উন্নয়ন উপ-খাত
১	কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ ঃ	
	(ক) কৃষি ও সেচ	বসতভিটায় সবজি চাষে কৃষকদের প্রশিক্ষণ
		কৃষকদের মাঝে ফসল ও সবজি বীজ সরবরাহ
		আধুনিক পদ্ধতিতে ফল চাষ সম্প্রসারণ বিষয়ে কৃষকদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ
		রাস্তার পার্শ্বে তাল বীজ,নিম, সজিনা বৃক্ষ রোপন ও সামাজিক বনায়ন
		নিরাপদ আম চাষের বিষয়ে ফল চাষীদের প্রশিক্ষণ
		ভার্মি কম্পোষ্ট(কেচো সার) তৈরী ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ
		উচ্চ ফলনশীল ফসল উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার প্রদর্শনী
		শষ্য বহুমুখীকরণ বিষয়ে কৃষকদের.প্রশিক্ষণ
		বীজ ব্যবসায়ী ও ডিলারদেও সচেতনটা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ
		মাটির স্বাস্থ্য শুরক্ষার জন্য সবুজ সার উৎপাদন
		খামার যান্ত্রিকিকরণের জন্য বিভিন্ন প্রদর্শণি স্থাপন ও বাস্তবায়ন
		বৃক্ষ মেলার আয়োজন
		অধুনিক জাতের সম্প্রসারণে কৃষকের প্রদশর্নী স্থাপন
		ফলন পার্থক্য কমানোর জন্য প্রশিক্ষণ
	মৎস্য ও প্রানিসম্পদ	জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালন
		দেশীয় মাছ রক্ষার্থে কারেন্ট জাল অভিযান পরিচালনা
		বিভিন্ন হাট-বাজারে/মৎস্য আরতে ফরমালিন অভিযান অব্যাহত রাখা
		প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে মুরগীর লিটার ব্যভহারের বিরুদ্ধে প্রচার অব্যাহত রাখা
		পুকুর খনন ও মজাপুকুর সংস্কার
		মৎস্য চাষীদের মৎস্য চাষ বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		দেশী মাছ চাষ বিষয়ে চাষীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		গ্রামীণ মৎস্য খামার উন্নয়ন এবং মৎস্য অভয়আশ্রম সৃষ্টি
		দেশীয় পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ
		গাভী পালন বিষয়ে কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
		হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশু পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ
		মাঠ পর্যায়ে টিকা/ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইন পরিচালনা
		গবাদী পশুর চিকিৎসার জন্য খুরা রোগ ও কৃমিনাশক ভ্যাকসিন সরবরাহ
২	বস্তুগত অবকাঠামো	
	(ক)	রাস্তা নির্মাণ ও রাস্তা সংস্কার
		রাস্তা এইচবিবি করণ এবং ছোট কালভার্ট নির্মাণ ও সংস্কার
		মসজিদ সংস্কার ও নির্মাণ
		সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
		কালভার্ট নির্মাণ
		ঈদগাহ এর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
	(খ) জনস্বাস্থ্য	দরিদ্র জনগোষ্টির মাঝে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ
		দরিদ্র জনগোষ্টির মাঝে টিউবওয়েল সরবরাহ
		শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাট্রিন/ওয়াশব্লক
		শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল স্থাপন/পন:সংস্কার
	আর্থ সামাজিক অবকাঠামো	
	(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন	জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ পালন
		শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন
		শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ
		শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ
		শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণী কক্ষ সংস্কার/পুন:নির্মাণ
		শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার মাঠ উন্নয়ন ও সংস্কার
		শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ

	(খ) স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ		ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কমিউনিটি ক্লিনিকের সংস্কার
			পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে ঋন প্রদান
			পল্লী মাতৃ কেন্দ্র কার্যক্রমের মাধ্যমে দুস্থ মহিলাদের মাঝে ঋন প্রদান
			দগ্ধ ও প্রতিবন্ধিদের ঋণ প্রদান
			বয়স্ক ভাতা, বিধাব ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধিদের ও স্বামী পরিত্যক্তদের মাঝে ভাতা প্রদান
			মুক্তি যোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদান
			প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদেও উপ-বৃত্তি প্রদান
			হিজরা শিক্ষার্থীদের উপ-বৃত্তি প্রদান
			প্রতিবন্ধিদের পরিচয় প্রদান
			স্বেচ্ছা সেবী সংস্থার নিবন্ধন প্রদান
	(গ) বাজার উন্নয়ন		গ্রামীণ বাজারে হাট সেড নির্মাণ ও ল্যাট্রিন নির্মাণ
			বাজারে নিচু জায়গায় মাটি ভরাট করণ
৪	স্বাস্থ্য উন্নয়ন		ব্রেস্ট ফিটিং কর্ণার, পুষ্টি কর্ণার, আই এম সি আই কর্ণার, এন সি পি এন সি কর্ণার স্থাপন ও সেবা প্রদান
			অপুষ্টি বাচ্চাদের পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ
			ইপিআই ক্যাম্পেইন কর্মসূচী
			পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মসূচী
			টিবিএ গণের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
			স্বাস্থ্যগত পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক বিদ্যালয় ভিত্তিক ক্যাম্পেইন
			ফিস্টুনা রোগীদের চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করা
৫	শিক্ষার উন্নয়ন		সৃজনশীল মেধা অম্বেষণ
			দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান
			শিক্ষকদের কম্পিউটার বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান
			বিদ্যালয় ভিত্তিক লাইব্রেরী গঠনের জন্য বই বিতরণ
			মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট ও এমএমসি এ্যাপ তৈরী বিষয়ে শিক্ষকদেও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
৬	যুব ক্রীড়া ও সংস্কৃতি		যুবদের জন্য সাংগঠনিক দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষন প্রদান
			বেকার যুব মহিলাদের জন্য ম্যাট ও পাপোশ তৈরী বিষয়ে প্রশিক্ষণ
			বেকার যুবদের জন্য কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ
			বেকার যুবদের জন্য গরু মোটা-তাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ
			যুবদের জন্য উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ
৭	মহিলা ও শিশুকল্যাণ		নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে নারীদের সচেতনতা বিষয়ে উঠান বৈঠক।
			নারীর ক্ষমতায়নে নারী নেতৃত্ব উন্নয়ন উঠান বৈঠক।
			দরিদ্র মহিলাদের জন্য ভিজিডি চাল বিতরণ
			দরিদ্র মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান
			দুস্থ মহিলাদের মাঝে ঋণ বিতরণ
			বিউটি পার্লার বিষয়ে মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
			বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ে প্রচারণা
			নারী হস্ত শিল্প তৈরী বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
			নারী ও বেকার যুবতীদের জন্য দর্জি প্রশিক্ষণ প্রদান
৮	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়		সমবায় সমিতির সদস্যদের সাংগঠনিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
			পরিবার পর্যায়ে ছাগল ও গাভী পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ
			সমবায় সমিতির সদস্যদেও রেকর্ড কিপিং বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
			বিআরডিবির সমিতিভুক্ত সদস্যদেও আয়বর্ধক কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ
৯	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ		দুর্যোগকালীন উদ্ধার তৎপরতা বিষয়ে দক্ষতা উপজেলা ভিত্তিক মহড়ারর আয়োজন
			উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদেও দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন
			দুর্যোগ আক্রান্ত দুস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ (দুর্যোগ আক্রান্তদের ধরণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী)
			গরীব ও দুস্থদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ
			বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে অস্থায়ী ভিত্তিক আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ও শুকনা খাদ্য সরবরাহ করণ

২৮/০৭/২২

(নুর-ই-আলম সিদ্দিকী)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কিশোরগঞ্জ,নীলফামারী।

১৪.০৭.২২

(শাহ্ মোঃ আবুল কালাম বারী)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
কিশোরগঞ্জ,নীলফামারী।

৯. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা :

উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ (Monitoring) করবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে উপজেলা চেয়ারম্যান প্রধান ভূমিকা পালন করবেন এবং ইউএনও এ বিষয়ে তাকে সহযোগিতা করবে। প্রকল্পের প্রতিটি বাস্তবায়নকারী সংস্থা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির নিকট ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন পেশ করবে। অগ্রগতি প্রতিবেদন সন্নিবেশিত করে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করার বিষয়ে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহণ বিষয়ক উপজেলা কমিটিকে টিজিপি সহযোগিতা করবে। উক্ত প্রতিবেদন উপজেলা পরিষদের নিয়মিত সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (অক্টোবর, জানুয়ারি ও এপ্রিল মাসে) পর্যালোচনার জন্য পেশ করবে ।

উপজেলা পরিষদের সভায় উপজেলা পরিষদ প্রকল্প/ স্কিম পর্যালোচনা করবে। অভিষ্ট সূচক ও প্রত্যাশিত সময়সীমার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করবে। পরিষদ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে কোন প্রকল্প বাতিল করা অন্য প্রকল্পে সম্পদ স্থানান্তর করার (নতুন জরুরী প্রয়োজন, চাহিদা বা অগ্রাধিকার) সিদ্ধান্ত নিতে পারবে । নিম্নে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সময় কাঠামো ও পর্যালোচনা চক্র উপস্থাপন করা হল;

কিশোরগঞ্জ উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সময় কাঠামো ও পর্যালোচনা চক্র

মাস	২০২২	২০২৩
মে	বার্ষিক বাজেট এবং বার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন	
জুন	বর্তমান বার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন	
জুলাই	বাস্তবায়ন এবং প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষন	
আগষ্ট		
সেপ্টেম্বর		
অক্টোবর	১ম ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষন প্রতিবেদন	
নভেম্বর		
ডিসেম্বর		
জানুয়ারি	২য় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষন প্রতিবেদন	
ফেব্রুয়ারি		পরবর্তী বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় এমন উন্নয়ন প্রকল্প সনাক্ত করন এবং অগ্রাধিকার প্রদান
মার্চ		বার্ষিকউন্নয়নপরিকল্পনারজন্যপ্রকল্পতালিকাপ্রস্তুতিএবংউপজেলাপরিষদেজমা
এপ্রিল	৩য় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষন প্রতিবেদন	নতুনপ্রকল্পসমূহেরবিস্তারিতপরিকল্পনাএবংব্যয়প্রাক্কলন
মে		বার্ষিকবাজেটএবংবার্ষিকপরিকল্পনাঅনুমোদন
জুন		
জুলাই	বার্ষিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	নতুনবার্ষিকপরিকল্পনাবাস্তবায়নএবংপরিবীক্ষন

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পর্যালোচনা ও সংশোধন বাজেটের সাথে সম্পর্কিত, কারণ বাজেটের মাধ্যমে বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। প্রতিবছরের এপ্রিল মাসের মধ্যে উপজেলা পরিষদের বাজেট প্রণয়নের পূর্বে বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যালোচনা ও সংশোধন সম্পাদন করতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে উক্ত অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের সাথে বার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধন করা যেতে পারে। উক্ত সংশোধনী উপজেলা পরিষদের সভায় অনুমোদিত হতে হবে।